NOV. 2 0 2000

ড. তা রে ক শা ম সু

নকলেরও নাটের গু

সারাদেশ জুড়ে ডিগ্রি পরীক্ষা শুরু হয়েছে গত শনিবার থেকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই ডিগ্রি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। এটি একটি বিশাল ব্যাপার। সারাদেশ জুড়েই লাখ লাখ পরীক্ষার্থী এই ডিগ্রি পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষা শুরু করার আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া উপাচার্য সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিয়ে বেশ কটি ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে, যারা ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে যাবেন ও নকল প্রতিরোধের চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে তারা সুপারিশও পেশ করবেন। এ কারণেই ধারণা করা হয়েছিল, এবার বোধহয় ডিগ্রি পরীক্ষায় তেমন নকল হবে না। কিন্তু আমাদের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে সংবাদপত্রগুলো যে খবর দিয়েছে, তাতে করে আমরা আশাহত না হয়ে পারি না। সংবাদপত্রগুলো খবর দিয়েছে, নকলের মহোৎসব সমানে চলছে। প্রথম দিন ইংরেজি পরীক্ষায় তিন সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছেন। নকল কেন্দ্রে মারামারি হয়েছে। গুলিবর্ষণ পর্যন্ত হয়েছে। আঁতকে ওঠার মতো একটি সংবাদও ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। ঘটনাটি ঢাকার কাছাকাছি একটি কেন্দ্রের। সেখানে পরীক্ষা শুরু হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রশ্নগুলো বাইরে চলে যায়। তারপর ফোনেই জবাব আসতে থাকে। বিশেষ করে গ্রামারের জবাবগুলো মোবাইল ফোনে আসে। ভাবতে অবাক লাগে, যারা পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, তারা কি করে পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন ব্যবহারের অনুমতি দিলেন? কিংবা হলে যখন মোবাইল ফোনগুলো বেজে উঠছিল, তখন ব্যবস্থা নিলেন না কেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছিলেন, ভিজিলেন্স টিম থাকবে। আমি জানি না ভিজিলেন্স টিম ওই কেন্দ্রের ব্যাপারে আদৌ কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা।

ডিগ্রি পরীক্ষা নিয়ে নকলের মহোৎসবের যে সংবাদ পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে, এর সঙ্গে আমরা মোটামুটিভাবে পরিচিত। প্রতিটি পরীক্ষাতেই নকল হচ্ছে। ছাত্রদের আজ পড়াশুনার চেয়ে ডিগ্রি নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহ বেশি। তার দরকার একটি ডিগ্রির। তারপর তদবিরের জোরে সে বাগিয়ে নেয় একটি চাকরি। আর তাই ডিগ্রির প্রয়োজনেই তাকে নকলের আশ্রয় নিতে হয়। আমরা এই নকলবাজদেরকেই উৎসাহিত করছি। নকলবাজদের চিহ্নিত করে আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দিলেও তারা 'রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে' বেরিয়ে আসছে কোনরকম শাস্তি ভোগ করা ছাড়াই। আমি নিশ্চিত ডিগ্রি পরীক্ষায় নকলের অভিযোগে যাদের গ্রেফতার ও বহিষ্কার করা হয়েছে, তারা আদৌ শাস্তি ভোগ করবে না। সংবাদপত্রে বহিষ্কারের খবর ছাপা হয়েছে বটে। কিন্তু নকল প্রতিরোধে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে খুব কম ক্ষেত্রেই। এ ধরনের নকলের 'উৎসব' যে এই প্রথম ঘটল তা নয়। এই নকলের 'উৎসব' বারে বারে হচ্ছে। হচ্ছে এসএসসিতে, এইচএসসিতে, প্রিলিমিনারি পরীক্ষায়। নকল বন্ধ করা যাচ্ছে না। এ নিয়ে সেমিনার হয়েছে। লেখালেখি হয়েছে প্রচুর। আমরা যারা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করি, আমরা বিভিন্ন সেমিনারে সুপারিশ পেশ করেছি। কিন্তু নকল বন্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

বেশ কিছুদিন আগে নকলের মহোৎসবের সংবাদ যখন একবার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, তখন শিক্ষামন্ত্রীর একটি মন্তব্য আমাদের আহত করেছিল। শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, বেশি বিক্রির জন্য সংবাদপত্র নকলের অতিরঞ্জিত খবর ছাপছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কথাটা এভাবেই বলেছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য। আগে সরকারি আমলা ছিলেন। পরে রাজনীতিতে যোগ দেন। ভাবতে, অবাক লাগে, তার মতো একজন ডাকসাইটে সাবেক আমলা কি করে এ ধরনের কথা বলতে পারলেন? সংবাদপত্রগুলো যে ছবি ছেপেছে, তার মাঝে অসত্যের কিছু নেই। ছবিই কথা বলে ...

এএসএইচকে সাদেককে তখন আক্রমণ করা হয়নি। তিনি শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে তার যে কিছুটা দায়িত্ব রয়েছে– তা তো অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষামন্ত্রী ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে সংবাদপত্রকে দোষারোপ করেছিলেন। সংবাদপত্রগুলো আর সংবাদকর্মীরা তো তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতির কাছে তুলে ধরেছে। আজ জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব যাদের ওপর বর্তেছে, যাদেরকে জনগণ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে, তাদের দায়িত্ব আজ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া। তিনি ব্যর্থ হলে জাতি তাকে ক্ষমা করবে না। সংবাদপত্রগুলোকে অনেকটা 'দোষী' হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। আর এটা করতে গিয়ে তিনি সচেতনভাবেই নিজের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করেছেন। এটা ঠিক নয়, কাম্যও নয়। নকল আজ একটা সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এটা এক ধরনের রোগ। রোগী অসুস্থ হলে যেমনি তাকে সুস্থ করা প্রয়োজন, ঠিক তেমনি সমাজ আজ আক্রান্ত হয়েছে 'নকলের রোগে'– তাকে সুস্থ করে তুলতে হবে। আর কিভাবে এটি সম্ভব– সেই উদ্যোগটি নিতে হবে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে। সংবাদপত্রগুলোকে দোষারোপ করে শিক্ষামন্ত্রী তার দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। যে বিষয়টি আজ জরুরি তা হচ্ছে, যেসব কেন্দ্রে নকল হচ্ছে, সেসব কেন্দ্রকে চিহ্নিত

করা ও সেখানকার পরীক্ষাকেন্দ্রগুলো বাতিল করা। এখানে শৈথিল্যের কোন সুযোগ নেই। সংবাদপত্রে এসব পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম ছাপা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও সেসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগ্রহী হলে সংবাদপত্র থেকেই সেসব পরীক্ষা কেন্দ্র খুঁজে নিতে পারে। এক্ষেত্রে উদ্যোগটাই হচ্ছে বড়। দ্বিতীয়ত, নকলবাজ, নকল সরবরাহকারী ও পরীক্ষা কেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য সংক্ষিপ্ত বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। কিছুদিন আগে জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনে নকলের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছিল। সেখানে সংক্ষিপ্ত বিচারের প্রসঙ্গটি উঠেছিল। বলা হয়েছিল, নকলের জন্য বিচারের প্রক্রিয়া এত দীর্ঘ যে অপরাধীদের আর বিচার করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তৃতীয়ত, ঝুঁকিপূর্ণ যেসব পরীক্ষা কেন্দ্র, সেসব পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে থানা সদরে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো নিয়ে আসতে হবে। এতে করে সাময়িকভাবে পরীক্ষার্থীদের কিছু অসুবিধা হবে সত্য, কিন্তু এটা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। সাধারণত ...নৈতিক বিবেচনায় গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসব ...পূর্ণ পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এখানে ...মাগত সুবিধা যেমন নেই, ঠিক তেমনি

নকল প্র...
শ্রেণীর
এসব প...
করেও
এসে প...
নকল ব...
আরও ...
হচ্ছে, ...
নিজেরা ...
গ্রেফতার...
গ্রেফতার...
উৎসাহিত
এটা কাম...
সম্প্রদায়ে...
নয়, তাদে...
এসব ক্ষে...
নকলকে উ...
কিছু অসাং...
প্রকাশ কে...
কাজে ব্যব...
পরীক্ষার্থীদে...
যেকোন ধ...
বাজারজাত...
বইয়ের কা...
পড়ে না। ...

আজকাল আর...
বইও এরা প...
বিশ্ববিদ্যালয়ের
কলেজগুলোতে
হয়েছে। সেখ...
সুবিধা। এমনি...
পর্যাপ্ত নয়। ...
মাস্টার্স কোর্স...
পরীক্ষা নিতে ...
এরা গাইড বই
নেই। এদেরকে...
ফলে শিক্ষার্থীরা
বা মাস্টার্স ডিগ্রি...
শিক্ষার ক্ষেত্রেও
ধরনের বৈষম্য।
দু'ধরনের অনার্স...
এক ধরনের ডি...
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো...
তুলনামূলকভাবে...
কলেজগুলো থেকে...
যাদের জ্ঞান সীমি...

আমরা চা...
কে...
হোক। এ...
পারে না ...
কেন্দ্রগু...
'কমিটমে...
'ছিনিমি...
করা হোক...
বার স...
ছাপিয়ে স...
দিচ্ছে জা...

টুকরো খবর

ঘড়ি ও মূর্তি উধাও

আমস্টারডাম : আমস্টারডামের রিজকস মিউজিয়াম থেকে শুক্রবার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন একটি ঘড়ি ও দুটি মূর্তি উধাও হয়ে গেছে। মিউজিয়ামের মুখপাত্র জানান, ঘড়ি ও মূর্তি দুটির দাম প্রায় ৫ লাখ ৭০ হাজার ডলার। এএফপি।

কমান্ডার নিহত

জাম্বোয়াঙ্গা সিটি : আবু সায়াফ বাহিনীর কমান্ডার মোদাসিরকে বৃহস্পতিবার সুলু প্রদেশের প্রতিকূলের এক প্রত্যন্ত গ্রামে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সামরিক বাহিনী সূত্রে শনিবার এ কথা জানা গেছে। ডিপিএ।

বায়ুদূষণ থেকে রক্ষার জন্য

কাঠমান্ডু : কুড়ি বছরের বেশি পুরনো যানবাহন আগামী বছর থেকে পুরো নেপালে চলাচল নিষিদ্ধ করা হবে। বায়ুদূষণের হাত থেকে রক্ষাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। এএফপি।

উগান্ডায় 'ইবোলা' জ্বর

জেনেভা : উগান্ডার উত্তরাঞ্চলে শুক্রবার পর্যন্ত গত এক সপ্তাহে 'ইবোলা' জ্বরে কমপক্ষে ১২১ জন মারা গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে। এএফপি।

তারিখ : ০৬-০৮-১৪০৭ বাং / ২১-১১-২০০০ ইং

০০১

...সন প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর
...র্থিক যোগ্যতাসম্পন্ন ও মালামাল
...ত শর্তাবলী/নিয়মাবলী প্রতিপালন

ঠিকাদারের শ্রেণী	মন্তব্য
এলজিইডি ও ইহার অধীনস্থ সকল প্রকল্পের সকল শ্রেণী।	
-ঐ-	
-ঐ-	
-ঐ-	
-ঐ-	